যুগান্তর

JUN 03

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 8

কলেজ শিক্ষার হাল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১ হাজার ৩০০ কলেজে বৎসরে ২৭৭ দিন কোন ক্লাস হয় না। ইহার কারণ বৎসরে ৫২ দিন হইল ৫২ সপ্তাহের শুক্রবারের ছুটি, ৮৫ দিন সরকারি ছুটি এবং কলেজের বিভিন্ন নির্ধারিত পরীক্ষা লইতে ১৪০ দিন ব্যয় হয়। বৎসরের বাকি ৮৮ দিন ক্লাস চলে বটে, তবে হরতাল ও ছাত্র ধর্মঘটে ব্যয় হয় অনেক দিন। ফলে গোটা কলেজ শিক্ষা হইয়া পড়িয়াছে ছুটি আর অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক ডামাডোলের শিকার। রাজধানী ও উহার আশেপাশে কিংবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি কলেজ সর্বত্রই ক্লাস না হওয়ার এই রীতি বিদ্যমান। আর ক্লাস নিবেন কে? শিক্ষক কি আছেন সকল বিভাগে প্রয়োজন মতো? দেশের নামকরা ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে একজন শিক্ষকও নাই। ইহা একটি উদাহরণ মাত্র। খোঁজ নিলে দেখা যাইবে অন্যান্য কলেজেও শিক্ষকস্বল্পতা বিদ্যমান। মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে বাংলা, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্স, বোটানি, জুয়োলজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগে মাত্র দুইজন করিয়া শিক্ষক রহিয়াছেন। ইংরেজি, অর্থনীতি, ফিজিক্স, একাউন্টিং এবং কেমিস্ট্রির মতো ডিপার্টমেন্টে ৩/৪ জনের বেশি শিক্ষক নাই কোন কলেজেই। অনেক কলেজে কর্তৃপক্ষই বাহির হইতে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়া ক্লাস চালাইতেছেন, যাহা বৈধ নয়, তেমনই অনুচিতও। এই সমস্যা একদিনের নয়, মাস ও বৎসর ধরিয়া চলিতেছে এই দুরবস্থা। ইহার সমাধানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি কোনরূপ পদক্ষেপ লইয়াছে? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আবদুল মোমিন চৌধুরী সমস্যার সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, শিক্ষক ও ক্লাসরুম স্বল্পতা কলেজ শিক্ষা ব্যাহত করিতেছে। ইহার সমাধান কিভাবে? প্রফেসর চৌধুরী জানাইয়াছেন, জুলাই হইতে বিকালে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। আর টেস্ট পরীক্ষাসমূহ শুক্রবারে গ্রহণের কথাও সকল কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানানো হইয়াছে। তাহার মানে হইল ক্লাসের জন্য ৫২টি দিন এবং পরীক্ষার ১৪০ দিন পাইবেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শিক্ষক কোথায় মিলিবে? এই ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দায়িত্ব অনেকটাই বাড়িয়া যায়। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের শূন্য পদে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ করিয়া এই সমস্যাটির সমাধান সম্ভব কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা গোটা চাকরি বাজারকেই স্থবির করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষিত জাতি হিসাবে নিজেদের গড়িতে চাহিলে অবশ্যই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটাইতে হবে। অর্থাৎ বিসিএসের ফল প্রকাশে ও পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে জট পাকাইয়া উঠিয়াছে, উহার সমাধান করিলেই শিক্ষা ক্যাডারের প্রার্থীরা নিয়োগ পাইতে পারেন। কলেজগুলির অবকাঠামোগত দীনতা কাটাইয়া ক্লাসরুম স্বল্পতার সংকট নিরসনও জরুরি। তাহা ছাড়া বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন ল্যাব ও কারিগরি যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করিলে কলেজ শিক্ষার মান যে নিম্নেই নামিতে থাকিবে উহা যে কেহ অনুধাবন করিতে পারিবেন। এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে পদক্ষেপ লইয়াছেন বলিয়া দাবি করিতেছেন, উহার ভিতর দিয়া হয়তো ক্লাস লওয়া যাইবে। কিন্তু মানউন্নয়ন করা যাইবে না। কেননা, একালের সকল শিক্ষক তো আর অতীতকালের আদর্শবান ও ন্যায়নীতি মানিয়া চলেন না।

উহা সত্ত্বেও সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং রাজনীতিতে ছাত্রদের ব্যবহার বন্ধ রাখিতে পারিলে, ধারণা করা যায়, সবগুলি কলেজে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ক্লাস লওয়া সম্ভব হইবে।